**দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক স্বর্ণপদক**

ভাষণ

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**কুমুদিনী কমপ্লেক্স, টাঙ্গাইল, বৃহস্পতিবার, ৩০ ফাল্গুন ১৪২৫, ১৪ মার্চ ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**অনুষ্ঠানের সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্বর্ণপদকে ভূষিত ব্যক্তিবর্গ,**

**উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,**

**ভারতেশ্বরী হোমসের সোনামনিরা এবং**

**সুধিমন্ডলী,**

 আসসালামু আলাইকুম।

 **দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক স্বর্ণপদক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস। এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জেল-জুলুমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ‘বাংলাদেশ’ নামে একটি স্বাধীন ভূখন্ড।**

**শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিতা মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সালাম।**

 **দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও তাঁর পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহাকে ১৯৭১ সালের ৭ই মে নারায়ণগঞ্জ কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের হেড অফিস থেকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও দেশীয় বর্বর দোসররা অপহরণ করে। তখন থেকে তাঁরা নিখোঁজ হন। হানাদার বাহিনী তাঁদের হত্যার পর লাশ গুম করে ফেলে। রণদা প্রসাদ সাহা’র পরিবার ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত। দানবীরের বড় মেয়ে বিজয়া খানকে আমি ফুফু বলে ডাকতাম। ছোট মেয়ে জয়াপতি মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং পরবর্তীকালে সকল প্রতিকূলতায় পরিবার ও ট্রাস্টকে আগলে রেখেছিলেন। তাঁরা আজ নেই। আমি তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।**

সম্মানিত সুধি,

**দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্বেও পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি বাংলার অন্যতম ধনী হিসেবে পরিণত হয়েছিলেন। কুলি-মুটের কাজ থেকে শুরু করে তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীর সদস্য ও রেলের চাকুরি করেছেন।**

**অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়ার পর তিনি ভোগ-বিলাসে ডুবে যাননি। বরং অর্জিত অর্থ মানবকল্যাণে ব্যয় করেছেন। এখানেই অন্যদের চেয়ে রনদা প্রসাদ সাহা আলাদা।**

**ছোট বেলায় মা-কে হারিয়েছিলেন। সন্তান জন্মলাভের সময় তাঁর মা মারা যান। যখন সমর্থ হয়েছে প্রথমেই তিনি মায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য মায়ের নামে কুমুদিনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।**

**নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। একে একে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতেশ্বরী হোমস, কুমুদিনী কলেজ এবং পিতার নামে দেবেন্দ্র কলেজ। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা সেনানিবাসে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ম্যাটারনিটি বিভাগের বিল্ডিং স্থাপন করেন। দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিনি আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন।**

**কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরবর্তী প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতার মানবিক প্রয়াস- প্রান্তিক অসহায় জনপদে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও নারী শিক্ষা প্রসারে নিজেদের নিবেদিত রেখেছেন। ট্রাস্টের সেবা কর্মযজ্ঞে যুক্ত হয়েছে কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ, কুমুদিনী নার্সিং স্কুল ও কলেজ এবং রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়। অনগ্রসর মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।**

সুধিবৃন্দ,

**আওয়ামী লীগ সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। বিগত ১০ বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’।**

**আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২১.৮% এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১১.৩%-এ দাঁড়িয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ১৭৫১ মার্কিন ডলার। শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশ। দেশের ৯৩% মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা শতভাগে উন্নীত হবে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে।**

**ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। সারাদেশে সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি।**

**অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। উন্নয়নের ৯০ ভাগ কাজই নিজস্ব অর্থায়নে করছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।**

**সদ্য সমাপ্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করেছে। আমাদের ওপর দেশের মানুষ যে দৃঢ় আস্থা রেখেছে, আমরা তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করব। আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।**

**আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের এই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করি। দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি। গড়ে তুলি জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।**

সুধিমন্ডলী,

 **গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আমার শিক্ষক গুণীজন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ- এবারের দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক স্বর্ণপদকে ভূষিত হলেন; যাঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র।**

**কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট একটি পরিবারের একনিষ্ঠ নির্ভীক পথ চলার দৃষ্টান্ত। রণদা প্রসাদ সাহা ও তাঁর পুত্র হত্যার বিচার চলমান। ইনশাআল্লাহ, ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে। আমি আশা করি, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগ আরও প্রসারিত হবে। শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ট্রাস্টটি আগামী দিনেও সফলতার এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে। সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।**

**আমি কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট- এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।**

**খোদা হাফেজ**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**